সংবাদ
তারিখ AUG.-0.8 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম এগোচ্ছে বিলুপ্তির পথে

হা ম আ ওয়াদুদ

...সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেয়ে আসছে। চলতি অর্থবছর ২০০৬-০৭-এর জাতীয় বাজেটেও শিক্ষাখাত সর্বোচ্চ ১১০,৯৩০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ পেয়েছে যা মোট বাজেটের ১৫.৯%। বিপুল পরিমাণ এ বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যবহার না হওয়ার কারণে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় চরম বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এমন তথ্য কেউ দিতে পারবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় রয়েছে। কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে যুগের চাহিদার ভিত্তিতে শত সহস্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বেসরকারি উদ্যোগে। বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক প্রতিযোগিতার অজুহাতে রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি, আইন-কানুন সামান্যতম অনুসরণ করছে না, ফলে জাতীয় শিক্ষাক্রম দ্রুত বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আর জাতীয় শিক্ষাক্রমের স্থান দখল করে নিচ্ছে ভিন দেশী শিক্ষাক্রম (তথা কথিত ইংলিশ মিডিয়াম খ্যাত 'ও' লেবেল, 'এ' লেবেল শিক্ষা ব্যবস্থা)। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, আমাদের শিক্ষাক্রমেও ইংলিশ মিডিয়াম সিলেবাসসংবলিত পাঠ্যবইসহ পাঠদান ও গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, যা কেবল দেশের ক্যাডেট কলেজগুলো ও খ্যাতনামা হাতেগোনা দু-একটি প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করে আসছে। স্বার্থান্বেষী বিশেষ মহল জাতীয় শিক্ষাক্রমের এমন ব্যবস্থাকে কোণঠাসা করার হীনকৌশল হিসেবে এমন সিলেবাসকে ইংরেজি ভার্সন বলে অভিহিত করছে। আসলে জাতীয় শিক্ষাক্রমের আদলে এটাই ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাব্যবস্থা। কাজেই ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহীরা চাইলেই জাতীয় শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারে, যা ক্যাডেট কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। অতএব জাতীয় শিক্ষাক্রমের বিলুপ্তি রহিত করতে এখনই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি বলে মন্তব্য করেন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট নাগরিকরা। আর এ উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় সংস্থা তথা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর কিংবা দপ্তর থেকেই দেশের প্রচলিত বিধি-বিধান আইন-কানুনের আলোকে গ্রহণ করতে হবে। বরাদ্দ দিতে হবে বিশেষ অনুদান শিক্ষা আইন হিসেবে পরিচিত রেজিস্ট্রেশন অফ প্রাইভেট স্কুল অর্ডিন্যান্স ১৯৬২ (X X অফ ১৯৬২) ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরবর্তী সব এসআরও কিংবা সংশোধনী যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য। কেননা উল্লিখিত আইনে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনা ও পরিচালনার যথাযথ দিকনির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গের আবশ্যিকতা বিবেচনায় উল্লিখিত আইনের অংশ বিশেষ আলোকপাত করা হলো। এ আইনের ধারা ২-এর জি'তে উল্লেখ করা হয়েছে- প্রাইভেট স্কুল মিনস এনি ইনস্টিটিউশনস এস্টাবলিশ অ্যান্ড রান বাই এ পারসন অর বডি অফ পারসনস নট বিইং দি সেন্ট্রাল অর প্রভেন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অর এ লোকাল কাউন্সিল অর মিউনিসিপ্যাল বডি ফর দি পারপোজ অফ ইমপারটিং অর্গানাইজড ইনস্টিটিউশনস টু টেন অর মোর চিলড্রেন এট এ টাইম বাট সেল নট ইনক্লুডস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস হুইচ রিক অর্গানাইজড বাই দি প্রভেন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অর দি বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন ইস্ট পাকিস্তান অর আদার প্রেসক্রাইবড সেকেন্ডারি এডুকেশন অর আদার প্রেসক্রাইবড অথরিটি অ্যান্ড (এফ) দ্যাট নো বুক হুইচ হ্যাজ নট বিন এপ্রোভড বাই দি ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড অর হুইচ হ্যাজ নট বিন পাবলিশড অ্যান্ড প্রিন্টিটেড বাই ইট ইজ প্রেসক্রাইবড ফর স্টাডি ইন দি স্কুল। বর্ণিত ধারার ক্লোজ-৩-এ বলা হয়েছে- ইফ দি রেজিস্টারিং অথরিটি আফটার ইনকোয়েরি ইজ সেটিসফাইড ইন

নো প্রাইভেট স্কুল স্যাল বি এস্টাবলিশড অর রান এক্সসেপ্ট (ব্যতীত) ইন একোরডেন্স উইথ দি প্রভিশনস অফ দিস অর্ডিন্যান্স। ধারা ৪-এর ১-এ বলা হয়েছে- এনি পারসন ইনটেন্ডিং টু স্টাবলিস এ প্রাইভেট স্কুল অ্যান্ড এনি পারসন ইনটেন্ডিং দ্যাট এ প্রাইভেট স্কুল অলরেডি ইন এক্সিসটেন্স শুড বি কনটিনিউড এজ সাস স্যাল মেক এন এপ্লিকেশন টু দি

রেজিস্টারিং অথরিটি ইন দি প্রেসক্রাইবড ফরম একোমপেনিড বাই দি প্রেসক্রাইবড রেজিস্ট্রেশন ফি। একই ধারার ক্লোজ ২-এ উল্লেখ করা হয়েছে- দি রেজিস্টারিং অথরিটি অন রিসিপ্ট অফ দি এপ্লিকেশন স্যাল মেক সাস ইনকোয়ারিজ এজ হি কনসিডার নেসেসারি ইন অর্ডার টু সেটিসফাই হিমসেলফ (এ) দ্যাট দি বিল্ডিংস অ্যান্ড প্রিমিসেস উইল প্রোভাইড এডিকোয়েট ফেসিলিটিজ উইথ ডিউ রিগার্ড টু হাইজিন (বি) দ্যাট দি স্টাফ উইল বি কোয়ালিফাইড এডিকোয়েট অ্যান্ড এডিকোয়েটলি পেইড একর্ডিং টু দি প্রেসক্রাইবড স্ট্যান্ডার্ডস (সি) দ্যাট দি ফিশ চার্জড উইল নট বি ডিস্প্রো-পোরশোনেট টু দি ফ্যাসিলিটিজ প্রোভাইডেড অ্যান্ড উইল নট এক্সিড প্রেসক্রাইব লিমিটস (ডি) দ্যাট দেয়ার ইন নো রিজন টু বিলিভ দ্যাট দি ইনস্টিটিউশনস উইল বি রান ইন এন আনডেজায়্যাবল ...

রেসপেক্ট অফ দি মেটারস সেট আউট ইন সাব-সেকশন (২) হি শ্যাল গ্রান্ট এ সার্টিফিকেট ইন দি প্রেসক্রাইবড ফরম, সাবজেক্ট টু সাচ টার্মস অ্যান্ড কনডিশনস এজ হি মেক থিংক ফিট টু ইমপোজ এন্ড শ্যাল রেজিস্টার ইন দি প্রেসক্রাইবড ম্যানার, দি ইনস্টিটিউশন ইন রেসপেক্ট হুইচ দি এপ্লিকেশন ইজ মেইড এজ এ প্রাইভেট স্কুল অ্যান্ড শ্যাল এনডোর্স দি ফ্যাক্ট অফ রেজিস্ট্রেশন অন দি সার্টিফিকেট। চলমান ধারার ক্লোজ ৪-এ বলা হয়েছে- দি রেজিস্টারিং অথরিটি স্যাল উইথ ইন সিক্সটি ডেইজ অফ দি মেকিং অফ দি এপ্লিকেশনস আন্ডার সাব-সেকশন (১) ডিস পোজ অফ সাচ এপ্লিকেশনস এন্ড স্যাল আইদার গ্রান্ট অর রিফিউজ টু গ্রান্ট দি সার্টিফিকেট আন্ডার সাব-সেকশন-৩। হি স্যাল অলসো রেকর্ড রিজনস ফর গ্রান্টিং অর রিফিউজিং টু গ্রান্ট এ সার্টিফিকেট। বর্ণিত ...

... অফ দিস অর্ডিন্যান্স অর দি রুলস মেইড দেয়ার আন্ডার অর দি কনডিশনস ইমপোজড আন্ডার সাব সেকশন-৩ অফ সেকশন ৪ শ্যাল বি পানিশএবল উইথ ইমপ্রিজনমেন্ট ফর এ টার্ম হুইচ মে এক্সটেন্ড টু ওয়ান ইয়ার অর ফাইন হুইচ মে এক্সটেন্ড টু ওয়ান রুপিজ যা পরবর্তী সংশোধনী হিসেবে ২০০১ সালের ৩নং আইনে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। প্রচলিত শিক্ষা আইনের বর্ণিত অংশ বিশেষের আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম রক্ষা করা সম্ভব, তাই শিক্ষা সম্প্রসারণ ও শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় বন্ধ্যাত্বের ঘাটতি পূরণে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে নজর দিতে হবে। পারস্পরিক প্রতিযোগিতার অজুহাতে কায়েমি রামরাজত্বের প্রভাববলয় থেকে মুক্ত করতে হবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। আর এ জন্য প্রয়োজন আন্তরিক সদিচ্ছায় প্রচলিত আইনে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট জনবল দিয়ে গড়ে তুলতে হবে একটি নতুন প্রশাসনিক কাঠামো (বোর্ড ইনডিপেন্ডেন্ট একাডেমী কিংবা ডাইরেক্টরিয়েট অফ ইনডিপেন্ডেন্ট একাডেমী)। আর এ প্রশাসনিক কাঠামোই কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে উল্লিখিত অবস্থা উত্তরণে বিশেষ অবদান প্রতিষ্ঠিত করার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে। কেননা বর্তমানে বিদ্যমান প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত জনবল (অর্গানোগ্রাম) উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কার্যাবলি সম্পাদন করতে হিমশিম খাচ্ছে, তার ওপর বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা শত সহস্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনিটর করা দুঃসাধ্য। সঙ্গত কারণে হয়তো রাষ্ট্রীয় সংস্থা শি... মন্ত্রণালয়কে কাজের সুবিধার্থে দুটি মন্ত্রণালয়ে বিভাজন করা হয়েছে। এটি অবশ্যই সময়ের প্রয়োজনে চাহিদার বিবেচনায় করা হয়েছে- ১. শিক্ষা মন্ত্রণালয় যার অধীনে রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড ইত্যাদি নামের প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান। ২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় যার অধীনে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর। এ গণশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনেই নির্দিষ্ট জনবল দিয়ে গড়ে তুলতে হবে বোর্ড অফ ইনডিপেন্ডেন্ট একাডেমী নামে পৃথক একটি সেল কিংবা নতুন একটি প্রশাসনিক কাঠামো। তবেই সৃষ্ট সমস্যা উত্তরণে সহায়ক হবে বলে অভিজ্ঞজনরা মত পোষণ করেন। নতুবা নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে রাষ্ট্রীয় বন্ধ্যাত্ব এবং সময়ের ব্যবধানে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ ও যুগের প্রয়োজনে শিক্ষার আবশ্যিকতা উপলব্ধির সচেতনতা বোধ ইত্যাদি কারণে বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া ও পরিচালনার আগ্রহ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আগামী দশকের মধ্যেই ভিনদেশীয় শিক্ষাক্রম (ও-লেভেল এ-লেভেল) শিক্ষাব্যবস্থা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সব ধরনের নিয়মনীতি, আইন-কানুন উপেক্ষা করে কার্যক্রম শুরু করবে। আর এর ফলেই দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম, এমন সন্দেহ সংশয় ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞজনরা। অতএব অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় দেশের প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও মনিটর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ব্যয় বরাদ্দ নিশ্চিত করা এখনই জরুরি। এ অভিমত দেশের বুদ্ধিবেত্তা মহাজনদের।

লেখক : চেয়ারম্যান, আন্ডার প্রিভিলেজড স্টুডেন্টস ...